# ত্রিপত্র

## প্রথম পত্র : পাষাণের বাণী

### পাষাণের প্রতি

তারা এসেছিল তারা চলে গেছে
কত ভেঙ্গে গড়ে, রেখে স্মৃতি তার।
তারা গেয়েছিল গান থেমে গেছে
শুধু জেগে আছে ক্ষীণ ঝঙ্কার।
পান্থ আসে যায় পান্থ নিবাসে
নিজ স্মৃতিটুকু রেখে যেতে চায়।
কেহ ছবি আঁকে কেহ নাম লিখে
থাকে কত দিন পরে মুছে যায়॥
কত হেসে কেঁদে দিন চলে গেছে
আজিকে কথা তা কাহিনী সবি যে।
স্মৃতি অবশেষ আর সব শেষ
যেন মুছে যাওয়া পুরানো ছবি এ॥
ওগো এ যে তাই এ যে অতীতের
আঁকা ছবিখানি মুছে যেতে চায়।
কটি ছেলে মেয়ে খেলে চলে গেছে
ভাঙ্গা খেলাঘর পড়ে কাঁদে হায়॥
ওগো বল বল তব বুকে আছে
কি কার কাহিনী মাখা হাসি ব্যথা॥
আমিও চলে যাব গিয়ে শুনাইব
যারা চলে গেছে তাদেরে এ গাথা॥
যাহারা আসিবে তারাও শুনিবে
মোর ক্ষীণ সুরে তোমার এই গান॥
ধন্য আসা যাওয়া যদি যেতে পারি
হোক যত ছোট দিয়ে কোন দান।

## ভূগর্ভস্থ পাটলীপুত্র

অস্ত গেল ক্লান্ত সূর্য জাহ্নবীর নীরে।
শ্যামা সন্ধ্যাবধূ ওই আসে ধীরে ধীরে॥
শরম জড়িত পদে বনবীথি-ছায়ে।
আলোক দেখায়ে পথ চলেছে পিছায়ে॥
পরপার পানে ; ওই দূরে ঘরে ঘরে।
জ্বলে দীপ বাজে শঙ্খ, শান্ত বায়ুভরে॥
আসে স্নিগ্ধ ধূপগন্ধ ; ফেরে ধেনু গেহে।
গোধূলির রক্তরাগ মাখি সারা দেহে—
কটি নারী ফিরে যায় ভরে লয়ে জল।
ধীরে স্তব্ধ হয়ে আসে জনকোলাহল॥
আমি বসে আছি কোথা মুগ্ধ স্তব্ধ প্রাণে।
কত দীর্ঘ অতীতের স্মৃতির শ্মশানে॥
মৌর্যরাজ রাজধানী এই এই কিরে।
সে কাহিনী রাখিয়াছে যত্নে বক্ষনীড়ে॥
এরি পদে নত হ'ল গ্রীসের সে শির।
আজি তার একি দশা পরাণ অধীর॥
পাত্র গেছে কাল গেছে আছে শুধু নাম।
আর এই গৌরবের লীলাময়ী ধাম॥
কত শত অব্দ ধরি কত না সম্রাট।
সেরে গেছে এইখানে জীবনের হাট॥
চলে গেছে নন্দ, মৌর্য, গুপ্ত একে একে।
ভোগে, ত্যাগে, হেসে, কেঁদে, স্মৃতি এঁকে রেখে॥
তারা গেছে পড়ে আছে ভাঙা খেলাঘর।
সে ঐশ্বর্য-ভূমি আজি মরুর প্রান্তর॥
শত আয়োজনে যথা সাজাইয়া মেলা।
আলোকে উৎসবে করে কত লীলাখেলা॥
মেলা ভেঙে যায় জাগে প্রান্তর আবার।
বিচিত্র রেখায় জাগে স্মৃতিটুকু আর॥
আর সেথা যায় না তো কেউ তবু হায়।
অজ্ঞাতে ব্যথিত দৃষ্টি সে পানে তাকায়॥
আনন্দের লীলা-ছবি ছোট ছেলে মেয়ে!
উৎসব সন্ধানে ব্যগ্র আসে সেথা ধেয়ে॥

ফিরে যায় ব্যর্থ হয়ে, ওগো সেই মত।
এসেছিনু দেখিবারে, আনন্দ অতীত ॥
দেখিয়া আনন্দে নয় ব্যথার হুতাশে।
মেলা ভাঙাচোরা দেখে চোখে জল আসে
চারিপাশে গাঢ় হয়ে ঘিরেছে আঁধার—
আলোক উৎসবময় রাজার আগার ॥
দূরে জ্বলিতেছে দীপ দীনের ও কুটীরে।
রাজার প্রাসাদ রবে মগ্ন অন্ধকারে ॥
দীপ দীপ একটি প্রদীপ দে রে জ্বেলে।
দেখাইতে সন্ধ্যা-আলো লীলাভূমি তলে ॥
ভাঙা হাটে ক্ষুব্ধ-বক্ষ ছেলেটির মত।
দীপশিখা উজলিয়া দিই অবিরত ॥
ক্ষীণালোক জ্বালাইয়া এই ভাঙা ঘরে।
অতীতেরে বর্তমানে আনি বুকে করে ॥

## জীর্ণ মসজিদ

অতি ক্ষুদ্র জীর্ণ মসজিদ
কেঁপে উঠে বায়ুর তাড়নে।
অতীতের হে জীর্ণ কঙ্কাল
নমি আমি তোমার চরণে ॥
অতি জীর্ণ অবহেলা মাখা
ছেয়ে আছে শুধু ধূলিরাশি।
আঁকা শুধু কটি পদরেখা
( কোন ) ভক্ত বুঝি নমেছিল আসি।
দেবতার ওগো পাদপীঠ
ভকতের আত্মনিবেদন।
হও জীর্ণ শোভাহীন তুমি
তবু মুগ্ধ আমার নয়ন ॥
দেবতায় করি নিবেদন
ভক্ত কবে দিয়েছিল ফুল।
শুষ্ক এবে সৌরভবিহীন
নাহি তার সৌন্দর্য অতুল ॥

তবু তারে কে পারে ফেলিতে
দেবতার পাদস্পর্শ মাখা।
থাকে তার প্রতি পাঁপড়িটিতে
ভকতের মর্মবাণী আঁকা॥
তুমি তাই ওগো তুমি তাই
ভকতের নিবেদিত ফুল।
শুষ্ক এবে শুধু ধূলিমাখা
নাই তব সৌন্দর্য অতুল॥
দাও ওগো এ নতমস্তকে
দেবতার পাদস্পর্শ লেখা।
ভক্ত-মর্মবাণী দাও এঁকে
ধরি বুকে পাষাণের রেখা॥

## খস্রু সমাধি

কে গো, ঘুমায় এখানে কেগো
মায়ের পরম মরমে রে।
আহা, কত না বেদনা ফুটেছে গো
পাষাণে রক্ত ধরমে রে॥
এ যেন সাঁঝের মৌন বেদনা
ফুটি গোধূলির রক্তরূপে।
শ্বেতমর্মর তার অন্দরে
গোধূলির মাঝে শোভে সুন্দরে
দীপ্ত শুভ্র শুকতারকাটি
নীল জ্যোতি আহা মণিদীপে॥
এ সেই কাহিনী রাজার দুলাল
ঘুমায় জীবন অবসানে।
বাদশার রোষ মৃত্যুর আদেশ
পিতার ভ্রূকুটি, দৈন্যের শেষ
প্রতিহত করি বাঁচায়ে রাখিতে
আপন পরাণ প্রিয়জনে॥
জননীর স্নেহ, পত্নীর প্রেম
জেগে আছে হেথা নিরজনে॥

অন্ধ নয়ন নৃপনন্দন
সিংহাসনের রঙীন স্বপন
ত্যজি হতাশায় ঢালিল জীবন
এইখানে ওগো এইখানে।
সমাধির রূপে মায়ের মরম।
লুকায়েছে তারে সাবধানে।
তুচ্ছ করিয়া স্তুতিগুঞ্জন
আশা-নিরাশার মোহ অঞ্জন
জননীর স্নেহশয্যায় পড়ি
সম্বল প্রিয়া প্রেমসনে।
ঘুমায় খস্রু অশ্রুধারার
শ্বেতমর্মর আবরণে॥

## খস্রু পত্নীর সমাধি

বল গো শোনাব কোন গান
পাষাণের মুখে প্রেমের কাহিনী
শুনে জুড়াইব কার প্রাণ!
আছে শুধু তাই আর কিছু নাই
ক্ষুদ্র প্রেমের ইতিহাস।
দেখিয়াছি চোখে ঢাকিয়াছি বুকে
ওগো তাই শুন মোর পাশ॥
বিরহবিধুরা রাজতনয়ারে
নীল আকাশের পরপারে।
উদাস নয়নে খুঁজিতে দেখেছি
পরাণের প্রিয় দেবতারে॥
কত দিন ওগো কত দিন গেল
পাইনিক তারে খুঁজে আর।
শুধু দিনশেষে পড়িত হতাশে
ভাঙিয়া হৃদয়খানি তার॥
একদিন ওগো একদিন বুঝি
আহ্বান বাণী পেয়ে কার।
সন্ধ্যামণির মতন শুভ্র
হাসিটি ফুটিল মুখে তার।

আর পড়েছিল কে জানে সে শাল
নিরাশা নাকি সে সান্ত্বনা।
বলিতে কি পার তাই নিয়ে মোর
ভাবনার আজও অন্ত না॥
ভাসিয়া উঠিল অধরে হাসিটি
নয়নের কূলে কূলে জল।
উচ্ছ্বাসে ঘন কম্পিত হৃদি
আবেগেতে করে টলমল॥
দেখেছি যাইতে অভিসারিকার
মণিদীপ হাতে মরণের।
অজানা পন্থে সে এক পন্থা
বাঞ্ছিত অনুসরণের॥
সেই সে যে গেছে হ'ল কতদিন
কই সে ত ফিরিল না আর।
একটি নিশান দু-ফোঁটা অশ্রু
বুকে ক'রে পড়ে আছি তার॥

## এলাহাবাদ দুর্গ

স্তব্ধ দ্বিপ্রহর
যমুনার বুকে নিমীলিত চোখে
চলেছি তরণী পর
জনকোলাহল ক্ষীণ শোনা যায়
মাঝে মাঝে কভু কাক ডেকে যায়
শ্রান্ত শরীরে তন্দ্রার ঘোরে
তরীতে বেঁধেছি ঘর॥
কি এ মধুর গান
কেন দূরাগত মুরলীর তান
আকুল করিল প্রাণ।
এ কি যমুনার কুলু কুলু ধ্বনি
নাকি গীতিধ্বনি সত্যই শুনি
এ কি এ কে বলে "দেখ চোখ মেলে"
"আমি রে প্রতিষ্ঠান!"

দেখিনু নয়ন মেলি
বিরাট পাষাণ না না প্রাণময়
দাঁড়ায়ে আকাশ ঠেলি ॥
হুনের আঘাত পাঠানের অসি
মোগলের ছুরি আছে বুকে বসি
বর্গী প্লাবন আপন আপন
দাগ এঁকে গেছে চলি ॥

পাষাণ তুমি ত নও
ইতিহাসে তুমি এক অধ্যায়
কথা কও কথা কও ॥
স্মৃতির আখরে প্রতি পাষাণেতে
অতীত আকারে বর্তমানেতে
কহ গো তরুণে পুরাতন কথা
মরমে ডাকিয়া লও ॥

চাহি না শুনিতে বিজয়-বারতা
আছে ইতিহাস কহিতে সে কথা
কহ বিজিতের ব্যথিত কাহিনী
গোপনে যে ব্যথা বও ॥

ওই সে লৌহদ্বার
বীর ছাড়া নাই কাপুরুষের
প্রবেশেতে অধিকার ॥
কত বিজিতের কত বিজয়ীর
পদরেখা আঁকা ঢালু পথটির
কে ক'বে কাহিনী নীরে তটিনীর
আজও উঠে ধ্বনি যার ॥

আসা যাওয়া মোর হ'ল কতবার
একবারও কিগো কভু মাঝে তার
বিজিত কিম্বা বিজয়ীর সাথে
পশিনি দিয়ে ও দ্বার ?

মুগ্ধ নয়ন তাই বুঝি ফেরে
অতীত স্মৃতির রেখাটির তরে
কোথা মেরে ছুরি কোথা শুয়েছিনু
কোথা আঁকা রেখা তার ॥

ভাসিয়া চলেছে তরী।
অতীতের মত দুধারের ছবি
থাকিছে পিছনে পড়ি ॥
দুর্গসীমার হয়ে গেল শেষ
পিছনে ফিরিল আঁখি অনিমেষ
অতীতের পানে বর্তমানের
আঁখি রহে যথা ফিরি।

## ছত্র মঞ্জিল

### দর্শনে

(লক্ষ্ণৌ)

হল উৎসব শেষ

ছন্দ গতি মন্দ হ'ল শিথিল হ'ল বেশ।
অলস নটী এলায়ে পড়ে জড়ায়ে এল স্বর।
সুরবাহারে চলে না আর তড়িগৎতি কর ॥
মদিরালস আয়ত আঁখি পুরিল ঘুম-ঘোরে
বাদশা আমীর চলিয়া গেল রহিল নটী পড়ে।
তুই কেন তাই পড়িয়া আছিস সবাই গেছে দেশ
হ'ল উৎসব শেষ।

লো ছত্র মঞ্জিল।

নটী নূপুর নিক্কণ কই আনে মলয়ানিল ॥
সন্ধ্যা-সাথে সারি দিয়ে কই সুবাস দীপ জ্বলে।
ঢেকে ফেলে কই হর্ম্যতলে ফুলের পাপড়ি দলে ॥
বিলাস-ধ্বজা স্বর্ণছাতা কেন লো গরমিল।
লো ছত্র মঞ্জিল।

ছিঁড়ে গেছে বুঝি তার।
নীরব সখি তাই কি সাধের মধুর সুরবাহার ॥
শুকায়েছে বুঝি ফুল।
তাই কি সখি বয় না বাতাস নীরব অলিকুল ॥
ভেঙ্গে গেছে বুঝি হাট।
ফিরে গেছে তাই যে যাহার ঘরে বন্ধ দোকনপাট ॥
( তবে ) তুই বা কেন লো আর ?
আমি ! সেই যে ছিল সখা আমি চরণ-রেখা তার ॥

## কোন অজ্ঞাত সমাধি

বিজনে বিপিনে গোপনে
বিভোর আপন স্বপনে
বন-যূথিকাটি মরি ফুটিয়াছে সুখে
সরমে আপনা আবরি
অবগুণ্ঠনে কিশোরী
নয়নের আড়ালেতে গুমরে দুখে ॥

কে তুমি হেথায় নিরালায়
লুকাইলে কেবা বলে হায়
( তুমি ) কাহিনীর ভুলে যাওয়া কোন কথাটি ?
রূপসী কিশোরী অতীতা
বিয়োগ-বিধুরা ব্যথিতা
সে মনের কোণে তুমি কোন ব্যথাটি ?

## দেলখুসায়

অতীত দীর্ঘ ষষ্টি বরষ
সে কথা আজিকে কাহিনী শুধু।
এই দেলখুসা স্মৃতির শ্মশান
শ্মশানেরই মত করিছে ধূ ধূ ॥
বাংলার এক তরুণ পরাণ
দেখিতে আসিয়া স্মৃতির শ্মশান

মুগ্ধ বিমূঢ় বসিয়া ভূমিতে
মাথার উপরে হাসিছে বিধু ॥
হ'ল দিন গত কুয়াসার মত
তরল আঁধার রচিছে যাদু ॥
তরল আঁধারে জাগে যেন ধীরে
মিউটিনীর সে ভীষণ রোজ ॥
রক্তপাগল সিপাহীর দল
খেলাইছে খুন খুশ রোজ ॥
কালব'শেখের ঝড়ের মতন
ধরমনাশের বেদনা ভীষণ
মস্তকাহত ভুজঙ্গ মত
তুলিল রোষের ঝড় সে রোজ ॥
দেলখুসা এই বুঝি দেখি সেই
মিউটিনীর সে ভীষণ সে রোজ ॥
প্রতিহিংসায় রক্ততৃষায়
দাঁতে দাঁত রাখি বাঁধিয়া মুঠি ।
হৃদয়ের জ্বালা চোখে করে খেলা
ছেলে মেয়ে বুড়া চলেছে কাটি ॥
ন্যায় অন্যায় পাপ কি পুণ্য
পাগলের মনে সে বোধ শূন্য
রক্তে ছিন্নমস্তার তৃষা
সিপাহীর মাঝে পড়িল ফাটি ॥
( যেন ) দেলখুসা ঘেরি সিপাহীর সারি ।
দাঁতে দাঁত রাখি বাঁধিয়া মুঠি ।
অতি বেদনায় উন্মাদনায়
মরণ খেলায় মাতিল যারা ।
কোথা হ'তে তারা আসিল ধরায় ।
কোন দেশে তারা গেল পুনরায় ?
প্রলয় ঘূর্ণি উঠে যেথা হ'তে
উদ্ভূত বুঝি সেথায় তারা ।

কিম্বা রে কোন তামসী নিশীথে
অগ্নিগর্ভ ধূমকেতু হতে

উল্কা ধারায় পড়িল ধরায়
ধ্বংস-অগ্নি বক্ষে ভরা ॥

নয় সাগরের কোন তটদেশে
নীলকণ্ঠের বিষপান শেষে
পতিত বিষের ভাণ্ড হইতে
বিকট নেশায় জাগিল এরা ॥

গিয়াছে কোথায় কেবা জানে হায়
আবার নাশিতে কোন দুনিয়ায়
তবে মাঝে মাঝে অগ্নিগিরির
অগ্ন্যুৎপাতে পাই রে সাড়া ॥

ওগো বিদ্রোহী মরণোন্মাদ
তোমাদের কেবা করে সংবাদ
থাক যেথা লও ভীতমুগ্ধ
তরুণ আঁখির অশ্রুধারা ॥

হিমের বাতাস কাঁপে তরুশির
কে যেন ডাকিছে বাড়ায়ে কর।
শঙ্কিত এক উত্তেজনায়
শিহরণ আনি প্রাণের পর ॥

দীর্ণ প্রাকারে বহিছে বাতাস
কে যেন কোথায় করে হা-হুতাশ
কোথা হতে কেবা কি যেন কহিছে
শুনিতেছি যেন কাহার স্বর ॥

মরীয়া হইয়া এসেছিল তারা
আশ্রয় করি মরণগড়।
তাদের মরণ মরণ ত নয়
কাজ শেষে তারা গিয়াছে ঘর

কাজ হলে তারা পুনরায় ফেরে
অগ্রদূত যে তারা সংসারে
যে খেলে বিশ্বে ধ্বংসের লীলা
এরা যে তাহার সহচর ॥

## দ্বিতীয় পত্র ঃ মর্মবাণী

### নিশীথে

রজনীর ওই কালো কোলে
ওই কালো মেঘ আসে ছেয়ে।
আর্দ্র বায়ু করি হাহাকার
বয়ে যায় কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে ॥
আমার মন্দিরে আমি একা
চেয়ে কালো আকাশের পানে।
নাহি জানি কি মধু-পরশ
পেতে চাই তাপ-তপ্ত প্রাণে ॥
ঝর ঝর জল এল ওই
আকাশ ধরার ব্যবধান।
মিলাইয়া দিল পূর্ণ করি
ধরণীর পিয়াসী পরাণ ॥
হে অজ্ঞাত দয়িত আমার
তুমি আমি দুজনা মাঝারে।
এ অজ্ঞাত ব্যবধানে কি গো
দূরে দূরে রব চিরতরে ॥
অতৃপ্ত মিলন তৃষা মোর
মিটাইয়া দাও ওগো দাও।
চলিতে শকতি নাহি মোর
তুলে নাও ওগো টেনে নাও ॥
এ তৃষা মিটাতে পার তুমি
তোমারেই মিটাতে তা হবে।
আকাশ দিয়েছে বারিধারা
ধরণীর তৃষা তৃপ্ত তবে ॥

## মিনতি

মরমের মাঝে প্রেম মর্মরে
রচিত দেউলে আসিয়া।
মধু-কামনার আলিপন 'পরে
দাঁড়াও চরণ রাখিয়া॥
এস নীরবে এস গোপনে
এস নিরাশ রজনী-স্বপনে।
মানে-অভিমানে প্রেম-আলাপনে
অধরে অধর মিলনে
(দাও) অভিসারিকার নিরালা বাসর
শেষ নিমেষে ঢাকিয়া॥

## প্রতীক্ষায়

আলোক-আঁধারে মাতামাতি
কত দিবা গেল কত রাতি
কই তবু তুমি আসিলে না!
উৎসবের ধারা যন্ত্রে নেয়ে
কত বর্ষা গেল বর্ষ বেয়ে
কই দ্বারে আঘাত দিলে না।
প্রিয়জনে উপহার দিয়ে
গেল কত শরৎ চলিয়ে
দেওয়া দূর—কিছু জানালে না।
হেমন্তের পূর্ণিমায় রাস
অভিসারে ত্যজিনু আবাস
কই তুমি বাঁশী বাজালে না।
বক্ষের উত্তাপ লয়ে শীতে
বসেছিনু তব পদে দিতে
কই তুমি ভুলেও ছুঁলে না!
বসন্ত চলিয়া গেল হাসি
এ চোখে ঝরিল বারিরাশি
সে জলে ত চরণও ধুলে না!

না আসিয়া সুখী যদি হও
থাক সখা—সেইখানে রও
তৃপ্ত আমি শুধু ভালবেসে !
পশিতেও হবে না ফুটিয়ে
'ভালবাসি' এ কথা দুটিয়ে
শুনে যাও দুয়ারেতে এসে ॥

## বাঞ্ছিত

তোমাতে দেখেছি আঁধারেতে আলো
বিপথেতে পথ পেয়েছি গো ।
তোমাতে পেয়েছি পিপাসার বারি
হতাশায় আশা পেয়েছি গো ॥
তোমাতে পেয়েছি মরম গান
তোমাতে পেয়েছি মরণে প্রাণ
যাতনায় কত বুকভরা স্নেহ—
সান্ত্বনা আমি পেয়েছি, গো ॥
তোমাতে পেয়েছি পূজার দেবতা
তোমাতে পেয়েছি মন্ত্রের কথা
ব্যথিত সাধনা সাধিয়া কত না
হে প্রিয় তোমারে পেয়েছি গো ॥

## তৃপ্ত

ওগো অযাচিত বন্ধু আমার !
কোমল শীতল কর বুলাইয়ে দাও নয়নে আমার ॥
ঘনায়ে আসুক চোখে শেষ নিমেষপাত
ভাঙা বুক মিশে যাক ধরণীর ধূলি-সাথ
দেবহীন দেউলের পূজাহীন হাহাকার
সান্ত্বনা ল'ক খুঁজে মাঝারে ধূলার ॥

অজানিত সখা ওগো তব প্রেমে মধুময়
মরম মথিত মম অতীত করিয়া লয়
টেনে লও ব্যথিতেরে ধরণীর ঘৃণিতেরে
ধরা হতে মুছে দিয়ে সব স্মৃতি তার ॥

## অভিমানে

নীল গগনের পরপারে ওই প্রেমাকুল আঁখি দুটি কার।
নীরব ভাষায় কি বলে আমায় নারে প্রাণ বুঝিতে আমার ॥
তবু কেন মোর চিত্ত বিভোর কত না আদর পেয়েছে সে।
কিশোরী বধুর কত না মধুর ঘোমটার আড়ে চাহনি এ ॥
ওগো তুমি কে গো কে তুমি আমার লুকোচুরি খেল দূরে থাকি।
(বুঝি) চির সাধনার মধু কামনার প্রিয়জন—তাই ডাকাডাকি ॥
কেন অত দূরে এস কাছে এস না এস চাব না ফিরিয়ে আর।
যদি সেই হও এস কিনা দেখি সাধিতে দুয়ারে প্রিয় আমার ॥

## পূজারিণী

দ্বারে তব দীনা পূজারিণী ওগো দেবতা
খোল মন্দির-দ্বার।
ধ্বনিয়া উঠিছে মরমের শত আহ্বান
নীরবে থেক না আর ॥
জীবনে কখনও দেবপূজা করা হয়নি তার
এসেছে যদি সে অকরুণ তুমি হয়ো না আর
শুনাতে এসেছে মরম-ব্যথার কথা সে যে
শুন ব্যথা-কথা তার ॥
খোল গো দুয়ার শঙ্কিত প্রভু হয়ো না তুমি
ফুল নাই মোর দিব না চরণে নিঃস্ব আমি
শুধু দাও গো নয়ন ভরিয়ে দেখিতে তোমা
পুরাও কামনা তার ॥

## মুগ্ধ

প্রকৃতি রে তোর এত রূপ !
তাই তোরে এত ভালবাসি ।
আলোক-আঁধার সুখ-দুখ
মমতা-বেদনা-মাখা হাসি—
আঁখি দুটি মুদিয়াও হেরি ;
আমি তোরে নিশীথ শয়নে
হারাই হারাই পাছে তাই
আবাহন করি যে স্বপনে ॥
রূপসী রে ! একি লীলা তোর
পলকে পলকে নানা রূপ ।
আত্মহারা, বুঝিতে না পারি
শুধু হেরি লীলা অপরূপ ॥
রৌদ্রে ঝড়ে উন্মাদিনী বেশ
ভীত তবু মুগ্ধ আত্মহারা ।
যথা মার ক্রোধে কাঁদে শিশু
থামে নাক' মার কোল ছাড়া
বরষার কাল রূপে তোর
উদ্দাম যৌবন লীলা হেরি,
মিলনের তপ্ত তৃষা জাগে
ডাকি তোরে দুবাহু পশারি ॥
আয় আয় নিতি নব রূপে
প্রিয়া রূপে দে লো বুকে ধরা
নিবিড় নিবিড়তম ভাবে
চিরকাল সর্বদুঃখহরা ॥

## প্রথম চুম্বন

কত দিন র'ব আর আশাপথ চাহিয়া ।
নয়নের মণি গেল হতাশায় কাঁদিয়া ॥
দূর হতে সমীরণ নিয়ে আসে ফুলবাস ।
বাসের সুবাস ভেবে জাগে মনে কত আশ ॥

মাঝে মাঝে ছুটে এসে দুয়ারেতে দেয় ঘা।
কত আশে খুলি দ্বার হাসে বায়ু হা হা হা॥
দোলা দিয়ে গাছ-পাতা তোলে ধ্বনি মর্মর
মনে হয় রথ তব এল ওই ঘর্ঘর॥
গৃহ-কাজে রত কভু হইনি ত জীবনে।
পাছে এসে ফিরে যাও র'লে আন্‌-মননে॥
একদিন একবার পথে আঁখি পাতিতে
আঁখিজলে ভরে গেল দেখে এক ব্যথিতে॥
দৃষ্টির বেদনায় পাতা এল ঢাকিয়া।
সেই ফাঁকে কপোলেতে গেছ চুমা আঁকিয়া॥

## আকিঞ্চন

সারাটি দিনের কর্ম সাঙ্গ
হল প্রভু এই সাঁঝে।
তবু কেন আমি পূর্ণতা খুঁজি
পাই না মর্ম মাঝে॥
এইবার ভাবি মোহিনী রূপসী
মহানিদ্রার সাথে।
সব শোক দুখ দূর করি দিব
ভারাতুর প্রাণ হতে॥
সব সারা হ'ল তবু কেন মোর
নিদ্রা আসে না হায়।
মনে করে দাও কি কাজ ভুলেছি
মিনতি তোমার পায়॥
বেজেছিল যবে মোহন বাঁশরী
হৃদয় বৃন্দাবনে।
যায় নাই বুঝি পরাণ রাধিকা
শ্রীচরণ দরশনে॥
কুটিলা মোহের পীড়নের ভয়ে
পারেনিক সে যে যেতে।
তাই বুঝি আর নাহি অধিকার
কারা হতে ছুটি পেতে॥

আর একবার বাজায়ে বাঁশরী
জানাও আছ কি সেথা ?
সহিতে না পারি অপূর্ণতার
দারুণ মরম-ব্যথা ॥
চলেছি এখনি ভেসে যাক মোর
শরম ভরম মান।
বাহুবন্ধনে করহে বদ্ধ
কম্পিত তনুখান ॥
যদি নাহি থাক গিয়ে থাক চলে
(তব) চরণ-রেণুর পরে।
করিয়া শয়ন দাও ঘুমাইতে
শান্তিতে চিরতরে ॥

## অনুশোচনা

বেদনা-ব্যাকুল খর-তৃষাতুর বক্ষে
সে যে—এসেছিল দুয়ারে আমার।
( শত ) মৌন মিনতি মাখা বারি-ভরা চক্ষে
মুখপানে চাহিয়া আমার ॥
চির যে বুভুক্ষিত রিক্ত সে অঞ্জলি
ভাষাহীন যাতনায় ভিখারীর মত মেলি
স্নিগ্ধ স্নেহের ধারা চাহিল কাতরে তুলি
সজল নয়ন দুটি তার ॥
আজীবন সঞ্চিত অন্তর-স্নেহধারা
চেয়েছিল বরষিতে ভাঙিয়া পাষাণকারা
দিই নাই দিই নাই শুধু শত লাঞ্ছনা
পেয়েছিল বিনিময়ে তার।
যাতনায় বেদনায় দুটি ফোঁটা আঁখি-বারি
ফেলে গেল এল না ত আর ॥

## অনুযোগ

কত দিন কত রাতি গেল
কত পক্ষ মাস ঋতু বর্ষ নিবর্তিল।
শৈশব কৈশোর একে একে,
চলে গেল—যৌবন আজিকে সাড়া দিল॥
শৈশবের আকাঙ্ক্ষা অস্ফুট
উষায় কমলকলি মরম মুদিতা!
কৈশোরে সরম রাঙা সাধ
উদিত অরুণ রাগে আধ-বিকশিতা॥
যৌবনের শত সাধে আজি
পূর্ণ বিকশিত সেই হৃদি শতদল।
এস এস চিরজনমের
মরমের প্রিয় মম জীবন-সম্বল॥
অশ্রুতে নিরুদ্ধ দৃষ্টিমাঝে
এস তুমি মধু-কামনার প্রিয় ছবি।
রক্তমর্ম পদ্ম-কলিকার
প্রাচীমূলে কনকদেউলে রাঙা রবি॥
এখনও না এলে তুমি প্রিয়,
এ কলির দলগুলি হইবে মলিন।
প্রেম আশা মধু গন্ধ সব
হতাশার তপ্তবায়ে হইবে বিলীন॥
রবি ত আসিবে নিতি প্রাতে
অফুরন্ত দীপ্ততেজে হে প্রিয় আমার।
তুমি ত কিশোর চিরদিন,
(কিন্তু) পদ্ম-মর্ম শুকাইলে খুলিবে না আর॥
তখন ও ফুল্ল ওষ্ঠপাশে
সৌন্দর্যদেউলবাসী হে প্রিয় দেবতা।
বিগত এ যৌবন শ্রী লয়ে
কেমনে কুঞ্চিত গণ্ড বাড়াব বল তা॥

## আকাঙ্ক্ষা

হে অজ্ঞাত দয়িত আমার
নাহি জানি পুরুষ কি নারী।
দেখি নাই মূরতি তোমার
শ্যাম—গৌর বলিতে না পারি॥
রক্তপদ্ম হেরিয়া ব্যাকুল
চাহে হৃদি যুগলচরণ।
বাহুর বাঁধন চাহে সে যে
মৃণালে করিয়া দরশন।
ভাদরের ভরা নদী হেরি
উদ্দাম যৌবন ভরা বুক।
উচ্ছল আকুল হয়ে উঠে
মাগে তব আলিঙ্গন-সুখ॥
মরালের গ্রীবা হেরি সাধ
জড়াইতে সে বঙ্কিম গ্রীবা।
জোছনায় মত্ত হয় প্রাণ
হেরিতে গো তব হাস্য-বিভা॥
হেরি রক্তগোলাপ সুন্দর
তব গণ্ড মনে পড়ে মোর।
এ অধর পরশিতে চায়
চুম্বনের আকাঙ্ক্ষায় ভোর॥
শরতের পূর্ণ চন্দ্র হেরি
নিটোল কপোল মনে পড়ে।
আঁখি দুটি মনে পড়ে মোর
দীঘির সে কালো জল হেরে॥
আঁখি দুটি ব্যাকুল আমার
মুগ্ধ দৃষ্টি রাখিতে সে চোখে।
ইঙ্গিতে গো প্রেম আলাপনে
আকাঙ্ক্ষা যে ব্যাকুল এ বুকে॥
শ্রাবণের কালো মেঘ হেরি
মনে পড়ে এলো কেশরাশ।
কোমল কুসুম হেরি জাগে
সে ললাম অঙ্গ সঙ্গ আশ॥

হে দয়িত নারী যদি হও
জাগায়ে লো দাও তবে দাও।
আদর সোহাগ মাখা ভাষা
বাঁশরীর সঙ্গীত শিখাও॥
যদি হও পুরুষ হে প্রিয়
দাও দাও জাগায়ে এ প্রাণে॥
নববধূ ব্যাকুলতা-মাখা
মরমে শরম অভিমানে॥

## নিবেদন

এসেছি আজ তোমার দ্বারে
এই নিবেদন করিবারে
লাগাও মোরে তোমার কোন কাজে
যেন এ দীন প্রাণের পর
তোমার বাণীর একটি আখর
নিকষে হেমরেখার সম রাজে॥
আমার চোখে অশ্রু ঝরায়
বিন্দু ভূমি বিশাল ধরায়
সরস হ'লে ঝরুক চোখের জল।
তবে যেন সে সিঞ্চনে
না হ'ক তরু ক্ষুদ্র তৃণে
ধরে তোমার লীলার ফুল ও ফল।
এ দীন জীবন-বীণায় প্রভু
হ'ক না ক্ষীণ ক্ষুদ্র তবু
একটি সুর বাজাও তুমি নাথ।
মরম ফেটে যাক যদি যায়
সে সুরখানি ফুটাতে তায়
সইব শত কঠোর করাঘাত।

## ভিক্ষা

দিক অন্তে দিবা অবসান
বিহগ গাহিছে কলস্বরে বিদায়ের গান ॥
গোধূলি অঞ্চলে আবরিয়া বরতনুখানি।
লাজনম্র লঘু পদক্ষেপে আসে সন্ধ্যারাণী।
বিদায়ের মৌন হাহাকার ছড়ানো আকাশে।
যেন মৌন ক্রন্দন স্পন্দন উঠে দীর্ঘশ্বাসে ॥
উদাস বিদায় অবসরে পড়িতেছে মনে।
দেবপূজা হয়নিক মোর এই সারাদিনে ॥
যবে অরুণিম-প্রাতে তব আশিসের রাশি।
ছাপাইয়া এ অধর তীর দিল কত হাসি ॥
খুলি দুটি নিমেষ দুয়ার নয়নের আগে।
কত নব সৌন্দর্যসম্ভার উঠেছিল জেগে ॥
সাথে সাথে জেগেছিল মনে
দিতে হবে নৈবেদ্য আমার তোমার চরণে ॥
মনে মনে জেগেছিল কত পূজিব কি দিয়া।
কোন সুরে গাব নিবেদন গাব কি বলিয়া ॥
মাতৃস্নেহে উচ্ছল তরল শিশুটির মত।
কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে জানাইব নিবেদন শত ॥
কিম্বা নব প্রিয়জন পাশে বধূটির প্রায়।
রুদ্ধ কণ্ঠে সরম আবেশে অস্ফুট ভাষায় ॥
দুরু দুরু কম্পিত হিয়ার শত নিবেদন।
পরশিবে শত কামনার ও দুটি চরণ ॥
তুলিতেও গিয়াছিনু ফুল।
কিন্তু সে যে বলেছিল ভুল, ভুল, ওগো ভুল ॥
দেবতা-চরণে নিবেদিতা দেবদাসী আমি।
তুলো না তুলো না এ পূজা ত লবেন না স্বামী
ফুটিয়াই এ মরমখানি নিজে নিঙাড়িয়া।
সৌরভের নৈবেদ্য সাজায়ে দিছি নিবেদিয়া ॥
বিশ্বদেব পদে বিলাইতে মোর হর্ষরাশি।
ভিখারীর মুখে তাই হের ফুটিয়াছে হাসি ॥
ভুলে গেছে অভাবের শত বেদনা-বন্ধন।

ভুলে গেছে হতাশার যত মরম-ক্রন্দন ॥
দেবতার নৈবেদ্য গ্রহণে আজি তাঁরি বরে।
ফলে বীজে পূর্ণতা লভিয়া পড়িতেছি ঝরে ॥

হে দয়াল রাজ অধিরাজ।
এ শূন্য জীবনপাত্র মোর পূর্ণ কর আজ ॥
ফিরাইয়া দিওনাক দীনে দ্বারপ্রান্ত হ'তে।
এ আহ্বান যায় না কি পদে মুক্ত দ্বারপথে ॥
সারাদিন কত পূজা তুমি পেলে হে ঠাকুর।
এক পাত্র সুধা আর পাত্র বিষে ভরপুর ॥
শূন্য এ জীবনপাত্রে মোর ওগো দয়াময়।
ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও দেব যাহা কিছু হয় ॥

* * *

দাও নয় বিষ মোরে অমৃত তোমার র'ক।
তোমার ধরণীখানি সুধায় মধুর হ'ক ॥

# তৃতীয় পত্র ঃ মুগ্ধবাণী

## শারদোৎসব

শরতের সপ্তমী প্রভাতে অভিনব আনন্দ উৎসব।
দগ্ধোদর নগ্নপ্রায় কঙ্কালের জাতি করে কলরব ॥
শক্তি চাই শক্তি চাই ; এস শক্তি ধারায় ধারায়।
আনন্দের অপূর্ব প্লাবন, আছ কোথা সূর্যে কি তারায় ॥
স্রষ্টার কল্পনা নব অমৃতের অম্বুধি হইতে।
পাঞ্চজন্যে উচ্ছ্বসিত জীবনের কল্লোল-সংগীতে ॥
এস এস মহাশক্তি শিবময় শুভ্র নিরমল।
মহাকাল ললাট হইতে বিস্ফুরিত প্রলয় অনল ॥
এস আছ কোথায় কোথায় সুবিক্ষিপ্ত অণু রেণু সনে।
এস আজ পুঞ্জীভূত হয়ে মৃতপ্রায় জাতির জীবনে ॥
কোন্ সে স্মরণাতীত অতীতের শুভ সন্ধিক্ষণে!
হিমাচল উপত্যকা-ভূমে নিপীড়িত দেবতামিলনে—
কেন্দ্রীভূতা বিশ্বশক্তি অংশ দিল পূর্ণতায় ধরা।

দশ দিক রক্ষয়িত্রী ভীমা ভীম-প্রহরণংকরা ॥
মহাশক্তি জাগরণে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা আবার।
সেই শক্তি আবাহনে কঙ্কালের করুণ চিৎকার ॥
নহে দেবত্বের তরে মানবতা চাই শুধু জীবন্ত মানব।
ধ্বংস হবে দধীচির জাতি একি তব ধ্বংসের উৎসব ॥
উৎসব এ নয় ওরে আনন্দ এ নয় কভু নয়।
এ জাতীয় জীবনের উদ্বোধনে সাধন সময় ॥
দৃঢ়তার শবাসনে আয় ব'স ওরে আত্মহারা।
জ্ঞানের খর্পরে ঢাল মোহে বধি শোণিতের ধারা ॥
মহাশক্তি কর আবাহন ব্রতশেষ বিজয়ার দিনে।
সিদ্ধিলাভ হবে ওরে একতার প্রীতির মিলনে ॥
বিজয়ায় নহে বিসর্জন ব্রত শেষে যোগীর উত্থান।
এস শক্তি এস সিদ্ধি এস এস এস জাতির কল্যাণ ॥

( ১৩৩০। শারদ-সপ্তমী। )

## মরণোন্মাদ

কে রে মম অন্তরে।
ভীষণ মধুরে এ কোন্ সুরে
ঘা দেয় হৃদি-অন্তরে।
নহে হাহাকারে হা হা ক'রে
ঝড়ের মতন প্রাণ মাতে ওরে
ভাঙিয়া আগল পরণে পাগল
যাবে কোথা কোন্ প্রান্তরে
এ রঙীন বুকে কি বিকট নেশা
মায়া হ'ল ছায়া মুছে গেল আশা
অমৃতে গরল গরলে অমৃত
হ'ল কার কোন্ মন্তরে ॥
সুন্দর যাহা দেরে মুছে দেরে
নয়ন ব্যাকুল ভীষণের তরে
উল্কা প্রপাতে নিষ্ঠুরাঘাতে
সুন্দর হ'ক অন্ত রে ॥

কত রাঙা রাগ আছে বল ফাগে
শোণিতের চেয়ে রাঙা কিবা লাগে
ফেল পিচকারি নিয়ে আয় ছুরি
উল্লাসে প্রাণ সন্তরে ॥
নাহি প্রয়োজন ফুলের মালায়
কোথা অহি আয় জড়াই গলায়
নহে ফুলবাসে গরলের শ্বাসে
ভরে দে বক্ষকন্দরে ॥
কুৎসিত আলো নিভারে নিভারে
মত্ত নয়ন সহিতে না পারে
এ নেশা বিকট হবেরে প্রকট
উৎকটতম অন্দরে ॥
অন্ধকারের মাঝ হতে কেরে
ডাকছে আমায় দেরে ছেড়ে দেরে
যাই যাই যাই ওই সে যে যায়
ধরিতে হবে ও সুন্দরে ॥
মোহিনীর পাছু শিবের মতন
তাণ্ডবে মেতে চলেছে ভীষণ
ওই ওই সে যে ওই ওই হা হা
পেয়েছি বাহুর অন্দরে। *

* কোন আত্মঘাতী যুবকের মৃত্যুতে।

## উৎসবের ব্যথা

চন্দন অনুলেপন যায় নয়ন জলে মুছিয়া।
গন্ধ ডালা ধরিতে তুলে উঠিছে কর কাঁপিয়া ॥
নয়ন দুটি আপনা হতে গগন পারে চাহিয়া।
প্রিয় স্মরণে করুণ ব্যথা আনে মরমে বহিয়া ॥
একটি জন বিহনে আজি সকল ঠেকে নীরবই।
হরষে বাঁশী গাহিয়া উঠে গাহে কিন্তু পূরবী ॥
সাধের গাছে মুকুল নব কোথায় আজি রোপিল যে।
পাখীটি আজি গাহিল যদি নাহিক যেবা পুষিল রে ॥
কেমনে গান হইবে সারা কণ্ঠ কাঁপে রোদনে রে।
অধরে হাসি কেমনে মাখি হৃদয় কাঁপে বেদনে রে ॥ *

* কোন বিবাহ-উৎসবে প্রিয়জনের স্মরণে।

## হাঘ'রে

গ'ড়ে কুঁড়ে ভেঙে চুরে
আজকে হেথা কালকে সেথা।
রে প্রকৃতির মরম দুলাল
মুক্ত পাখীর ওরে কল-কথা॥
শিশু যেমন হেথায় বেঁধে ঘর
ভেঙে, হোথায় গড়ে নিরন্তর
তেমনিতর বেড়াস ঘুরে তোরা
আজকে হেথা কালকে সেথা।
শঙ্কাবিহীন মুক্ত স্বাধীন প্রাণ
মূর্তিমন্ত ওরে সরলতা॥
পাখীর পালক ভূষণগুলি নিয়ে
গাছের পাতার শয্যা বেঁধে নিয়ে।
পিঠে বেঁধে ছোট ছেলে মেয়ে
এখান ছেড়ে কাল চলেছিস হোথা।
লেখা, নদীর ঢেউয়ের আখরে
( ওরে ) অবিশ্রান্ত গতির মধুর গাথা॥
সন্ন্যাসেরই মন্ত্র তোদের বুকে
বিধাতা কি পাঠিয়েছেন রে এঁকে
বিষয়েরই নাইক ব্যাকুলতা
পেলেও তাতে নাইক মমতা
ভাঙা ঘরের ভাঙা বুকে ওই
ব্যথায় লেখা রয়েছে সে কথা॥
পূর্ণানন্দের পূর্ণ সাধক ওরে
অভাব দিয়ে ভাব ভরেছিস ঘরে
ক্ষুদ্রস্থানে হয় না সাধন তার
তাই বিশ্ব জুড়ে ঘুরিস যেথা সেথা
পূরবীতে গাওয়া গানের মাঝে
করুণ সুরে ওরে কোমল ব্যথা॥
প্রকৃতিরই ওরে নীরব কবি—
পরমহংস ভোগীর অতুল ছবি—
বসলি যেথা তোরাই সেথা রাজা—

ধারিস না ক বিশ্বে কারও কথা ॥
পূর্ণানন্দ নীরব করি
মুক্ত পাখীর কণ্ঠে কল-কথা ॥

## চোখের জল

ঝরিসনে ক আজকে ওরে আমার চোখের জল।
ঝরিস যদি দুখের দুখে মূল্য কি তার বল ॥
ভূমির পরে পড়লে ঝরে শুকিয়ে যাবি তাপে।
হাহুতাশ তোর মিলিয়ে যাবে স্বার্থ হাওয়ার দাপে ॥
সুখের দিনে ঝরিস যদি তাতেই কি তোর দাম ?
হাসির মাঝে কান্না যেরে চির ম্রিয়মাণ ॥
ঝরবি যদি ঝরিস সেদিন যেদিন বুকের মাঝে।
পরের দুঃখে দুখের কাঁটা উঠবে বুকে বেজে ॥
লক্ষ ধারায় ঝরিস সেদিন তপ্ত জনের পরে।
বিশ্বপ্রেমের ধারা সে যে শীতল করবে তারে ॥
দেখবি সেদিন তোর এ ধারার একটি ফোঁটার লাগি
সারা জগৎ চাতক পাখীর মতন আছে জাগি ॥
এক ফোঁটা তার পেলে জগৎ উঠবে সরস হয়ে।
পরশ করি বইবে বাতাস শীতলতা লয়ে ॥
বুঝবি সেদিন চোখের জল রে মূল্য যে তোর কত।
প্রাণের মাঝে তৃপ্তি অসীম স্বার্থ পদে নত ॥

## সন্ধ্যাতারা

এ যে তুলসীর মূলে জ্বালা ছোট মৃৎদীপটি।
এ যে কিশোরীর কপালের সিন্দুরের টিপটি ॥
এ যে ফুল শয়নে বর বধূ নয়নে
তৃপ্তির দীপ্তির মধুময় দৃষ্টি ॥
এ যে প্রভাতে প্রথম খসা দাতা আঁখি জল।
চিরবিরহী বুকের এ যে তৃপ্তি দুখের
হৃদি-রাণী মুখখানি চির উজ্জ্বল ॥
এ যে বিশ্বের দুঃখে নিঃস্বের ব্যথাটি।
এ যে ভাঙা ভাঙা সুর কত—মধুর মধুর
শিশুর প্রথম ফোটা আধ মা কথাটি ॥

## ব্রাহ্মণ

নমি পদে হে ব্রাহ্মণ কোটি বার পদে করি নতি
হে মহান দয়া ক্ষমা ত্যাগে ধর্মে জীবন্ত মূরতি ॥
তুমিই বুঝেছ বিশ্বে ভোগ হতে ত্যাগে মধু কত।
রাজ্যপাট নাওনিক ফেলে দেহ ধূলিমুষ্টি মত ॥
সৌম্য মূর্তি জ্ঞানবীর পরিধানে বৃক্ষের বাকল।
স্বর্ণ ফেলে পর্ণ নাও বুঝি সবে এক ফলাফল ॥
বিশ্বের মঙ্গল হেতু আত্মনাশি কর অস্থিদান।
ভোগ সুখ বিনিময়ে বিশ্বে বেদ করেছ প্রদান ॥
তোমারই শ্রীমুখ উক্ত এই মহাবাণী হে ব্রাহ্মণ।
তোমার ইচ্ছাই বিশ্বে পরিপূর্ণ হ'ক ভগবন্ ॥
ধর্ম তরে মর্ম ছিঁড়ে হে ব্রাহ্মণ করিয়াছ দূর।
শোকের কণ্টক দিয়ে তোল তুমি মায়ার অঙ্কুর ॥
সঞ্চয় করনি কিছু নাই বিশ্বে নাই কিছু নাই।
কাজ কর তুমি যে গো ফল সঁপি গোবিন্দের পায় ॥
তোমাদেরই দেওয়া মন্ত্র ক্ষমাসম ধর্ম নাই আর
তৃণ সম অভিমান ত্যজিয়াছ ক্ষমা করি সার ॥
জাতি নাই ধর্ম নাই ভেদাভেদ নাই কিছু নাই।
সবারে সমান করি প্রেম ধর্মে রেখেছ মাথায় ॥
সমাজে বিকৃত অর্থ সেই ধর্মে দিয়াছে গো বলি।
শূন্য মর্যাদার তরে ঘৃণা করি সবে দূরে ঠেলি ॥
তোমরা যে বলিয়াছ বিশ্বে সব এক জাতি প্রাণ।
সর্ব ধর্ম সব শাস্ত্র এক এক দর্পণ সমান ॥
এক বস্তু এক ধর্ম প্রতিবিম্ব করিবে প্রদান।
সেই মত সব ধর্ম লক্ষ্য—এক ঈশ্বরের স্থান ॥
অন্যায় দেখিতে নার ন্যায়ের বিধাতা যে গো তুমি।
স্বকৃত অন্যায় তরে নিজে নিজে শাস্তি নেছ তুমি ॥
দাও দাও সেই ধর্ম বংশধর মর্মে আজ গাঁথি।
শা[illegible]লক্ষবার কোটিবার পদে করি নতি ॥

## ঢেউ

মলয় দিতেছে দোল উজানেতে তটিনীর।
রবিকর উজ্জ্বল চঞ্চল নাচে নীর॥
মাথাগুলি ভাঙা ভাঙা সোহাগের টানেতে।
এ যে—শরমের কম্পন কিশোরীর গানেতে
পরীদের বাসরের মতিঝাড় লণ্ঠন।
বধূর চকিত আঁখি ভেদি অবগুণ্ঠন॥
বুঝি—জলতলে রাজবালা কৌটাটি খুলিয়া।
অপরূপ মণিটিরে দেখে ধ'রে তুলিয়া॥
প্রবালের জানলায় রূপ তার ঠিকরে।
এসে পড়ে দুনিয়ায় হাসে চারিদিক রে॥
এ যে—প্রিয়কর-পরশনে নববধূ-কম্পন।
সাগর-আলিঙ্গনে তটিনীর শিহরণ॥

## কাঙাল

ওরে দেশের গোপন মরম
ওরে ব্যথার হাসি।
শাঁখের পাকের অন্তঃপুরে
অরুণরাঙা মর্ম ওরে
শঙ্খ যে রে তারই জোরে
উঠে চির নির্ঘোষি॥
দেশের দুখে কাঁদিস তোরাই
অপমানে রুখিস তোরাই
নিয়ে যত আপদ বালাই
মরণে যাস ভাসি॥

চষে মাটি বয়ে হাল
চরিয়ে এনে গরুর পাল
দুধের বাটি ভাতের থাল
দিস ধনীরে হাসি॥

দুর্ভিক্ষেরই বিকট হাঁয়ে
বুকটা আপন দিস আগায়ে
দেশের ভায়ে যাস বাঁচায়ে
ক্ষুধায় তাদের তুষি ॥
ইটে বানিয়ে পাথর কেটে
ধনীরে দিস প্রাসাদ বেঁটে
পুড়িস ভিজিস মাঠে মাঠে
গাছের তলে বসি ॥
তোরা যে ত্যাগ—তারা যে ভোগ
তারা যে বিলাস—তোরা যে যোগ
তোরা যে কর্ম—তারা যে ফল
তোরা ব্যথা—তারা হাসি ॥
সমাজের যে তোরাই চরণ
তোরাই যে রে করিস বহন
তারা পরে স্বর্ণভূষণ
বাজায় গরব বাঁশী ॥
কাঁটার আঘাত সহিস তোরা
বাধায় ঝরে রক্তধারা
তৈল তাদের—মাখিস ডোরা
পথের ধূলারাশি ॥
সমাজদেবের ভক্ত আমি
আয় রে চরণ আয় রে নামি
মুগ্ধ আঁখির অশ্রুজলে
যাক রে ধুলা ভাসি ॥
সমাজ-শান্তি রক্ষাতরে
নারায়ণ যে বেড়ায় ঘুরে
হে দরিদ্রনারায়ণ
লও এ পূজা হাসি ॥

## খোকার ত্যাগ

মায়ের আঁচল ধরি খোকা বলে বল মা আমায় বল।
ও বাড়ির খোকা মা, মা, ব'লে কেন কাঁদিছে আমায় বল॥
খোকার কান্না দেখে যে আমারও কাঁদিতে ইচ্ছে করে।
মা বুঝি উহার গিয়েছে কোথাও? কেন না আসিছে ফিরে॥
তুই নয় ওর মাকে ডেকে আন এসে নেক ওরে কোলে।
যাদু বলে ওরে করুক আদর চুমো দিক দুটি গালে॥
ডাকিলাম কত 'আয় খেলি' বলে কিছুতে এল না সাথে।
বলে, 'ভাই, মোর মা কেন আসে না? কোথা গেছে কাল রাতে?'
লোকে বলে ওর মা গিয়েছে মরে নেহাৎ অভাগা ছেলে।
মা ওর তবে কি আসিবে না ফিরে আর কি নেবে না কোলে?
তবে কি হবে মা ওর মা কে হবে মা কে খাবে শতেক চুমো?
ক্ষুধার সময় খেতে কে দেবে মা রাত্রে বলিবে ঘুমো?
তুই যদি মা ওর মার মত চলে যাস মোরে ফেলে!
ভেবে বুক মোর করিছে কেমন চোখ ভরে গেছে জলে॥
দেখ মা আসিয়া খোকার কান্না খোকার শুকনো মুখ।
তোরও চোখ ঠিক জলে ভরে যাবে দুঃখে ভরিবে বুক॥
তার চেয়ে তুই নিয়ে আয় ওরে নে মা ওরে কোলে তুলে।
মুছিয়া নয়ন চুমিয়া বদন বল তুই মোর ছেলে॥
নে মা ওরে কোলে কাঁদিব না আমি সত্যি রাখি মা বলে।
দুজনেরই মা হবি তুই নয় ও নয় থাকিবে কোলে॥
দুজনে আমরা দুই কোলে শুয়ে ঘুমাব নিত্য সাঁঝে।
রাত্রিতে মোরা দুপাশে দুজনে তুই মা শুইবি মাঝে॥
ওর দিকে নয় মুখ ফিরে শুবি তাতে না করিব রাগ।
ডেকে আন ওরে আমি দিব ওরে আমার মায়ের ভাগ॥

## আমার বধূ

শৈশব-সাধ তুই
কাহিনীর কন্যা।
মণিঝরা হাসি যার
মতিঝরা কান্না॥

কত—দুর্গম দূর
কোথা শূন্য সে পুর
সেথায় ঘুমিয়ে ছিলি
ঢালি রূপবন্যা ॥
কৈশোরে শরমের
তুলিকায় গোপনে
কত ছবি এঁকেছি
সুখ-নিশিস্বপনে ॥
শত দুরু দুরু বুক
কত উছলিত সুখ
লাজে রাঙা তোরে আঁকি
সন্ধ্যার তপনে ॥
উজ্জ্বল অঞ্জন
মাখি দুটি নয়ানে।
আবেশে বিভোল হয়ে
হেরেছি ও বয়ানে ॥
সেই—মিলনের ক্ষণ
সে যে—রঙীন স্বপন ॥
আবেশে মিলন সখি
কুসুমিত শয়ানে ॥
প্রথম কথাটি তোর
অস্ফুট লাজে গো।
দূর বেণু সুর সম
এখন যে বাজে গো ॥
সে যে কাব্য মধুর
চির মধু গীত সুর
এখনও সে ভরপুর
মরমের মাঝে গো ॥
মোর দুখ হেরি তোর
কতই না যাতনা।
দুই ঘুচে এক হতে
সুমধুর সাধনা ॥
আমি তোর শুধু তোর
সদা এ গরবে ভোর

কথায় কথায় তোর
মান তাই কত না ॥
প্রেম তোর কুসুমের
সুবাসের প্রায় রে।
রূপ ভাষা নাই শুধু
বুকে ধরা যায় রে ॥
মোর বুকে রাখি মুখ
মোরে জানাইতে দুখ
সাধে বুক ফাটে তবু
কথা না জুয়ায় রে ॥
মুখরা সারিকা নয়
নয় মোর প্রিয়া রে।
হৃদয় কাননে সে যে
গোপন পাপিয়া রে ॥
সে যে হৃদয়ের শান্তি
মম মরমের কান্তি
বিধাতার দান সে যে
জীবনে অমিয়া রে ॥

## আমার তীর্থ

বিশ্ব জগতে আমার তীর্থ মর্তে গোলকপুরী
চির অতুলিতা মহিমান্বিতা পুণ্যতীর্থ মরি ॥
দেবতা-চরণ- রেণুকার চেয়ে পূতঃ মহিমা মাখা।
আমার দেবতা পূর্বপুরুষ চরণ-রেণুকা ঢাকা ॥
স্বর্গেরও চেয়ে গরীয়সী মোর মাঝারে সারাটি মর্ত।
শ্যামল পল্লী জন্মভূমি গো নিখিলে অতুল তীর্থ ॥
যেথা নর-রূপী সাক্ষাৎ মোর ঈশ্বর-ঈশ্বরী।
বিরাজ করেন সেই সে তীর্থ মর্তে গোলকপুরী
চিরনন্দন বিশ্রামধাম সুখের জন্মভূমি।
আমার স্বর্গ আমার গোলক বার বার তোমা নমি ॥
বারো মাসে যেথা তের পার্বণ উৎসব-মুখরিত।
পুণ্যোৎসবে সবই পবিত্র নহে কিছু কলুষিত ॥

মধুর শরতে জগদ্ধাত্রী বিরাজেন ঘরে ঘরে।
পল্লীবাসীর বুকভরা সেই ভক্তি আস্থা তরে॥
বিজয়ার দিনে প্রেমের বন্যা প্রেমের জোয়ার তুলি।
সহাস আস্যে প্রেমালাপ কোথা শত্রু মিত্র ভুলি॥
কোজাগরে কোথা জাগে সারা নিশি ঘৃত দীপ জ্বালি ঘরে।
চঞ্চলা মার অচঞ্চলা কৃপা বিতরিত ঘরে ঘরে॥
কানু ছাড়া যেথা গান নাই আর মাঠে ঘাটে কানুনাম।
চির কোমল শ্যামলতা সাথে বুঝি বিরাজিত শ্যাম॥
চিরনন্দন বিশ্রামধাম সুখের জন্মভূমি।
আমার তীর্থ আমার গোলক বার বার তোমা নমি॥
প্রকৃতি কোথায় ভাণ্ডার খুলি রাখে শোভা নিকেতন।
মঞ্জু কুঞ্জ নির্ঝর কত পুষ্পিত উপবন॥
শুভ্র কাশের হিল্লোল বয় নদী নীর ক্ষীর ঢালা।
শোভিত নবীন ধান্যশীর্ষে শিশির মুকুতা মালা॥
ফলভরা বন দিঠিভরা জলে পাটনী খেয়ায় দূরে।
স্নিগ্ধ প্রভাত শান্ত প্রদোষ নিতি নব রূপে ফিরে॥
যেথায় উষায় রমণীরা করে ধৌত তুলসীতলে।
সকাল সন্ধ্যা নতি করে তারা দেবতার দেউলে॥
অতিথিরে যেথা ভাবে নারায়ণ সম্ভ্রমে আনে ঘরে।
বুকভরা কত সেবা করে তাঁর তৃপ্তি তুষ্টি তরে॥
বুকভরা মধু কুলবধূ যেথা পূর্ণ লক্ষ্মীরূপা।
হাসিমাখা মুখে হলুদে সিঁদুরে শোভাতে যে অপরূপা॥
শিশুদের যেথা প্রথম শিক্ষা সপ্তপুরুষ নাম।
দেবতার স্তুতি আধ মধু স্বরে বিশ্বের প্রাণারাম॥
আমার তীর্থ ধর্ম অর্থ কামনা কাম্য তুমি।
তোমারি চরণে মোক্ষ মাখান বার বার তোমা নমি॥

## বীরভূম সাহিত্যিক সম্মেলন

সকল কর্মে পশ্চাৎপদ পাচকের জেলা যাহার নাম।
দীনতার ক্লেশ হীনতার কালী ভূষণ যাদের বিধাতা বাম॥
তাহাদের কিছু ছিল যে কখনও কঙ্কাল তারা সহস্রের।
সৌরভহীন শুষ্ক কুসুম নিবেদিত পদে দেবত্বের॥

বিশ্বাস করে বল কে করিবে তারা কি কখনও তুলিবে শির।
যেতে কি পারিবে মহামানবের মিলনে মহান সাগর তীর॥
মহা দুর্যোগে তূর্য নিনাদে বল কে তাদের বলিয়া দিবে।
গত গৌরব দীপ্তির পানে দেখ রে অলস চাহিয়া সবে॥
শুনায় অজয় জলদ কণ্ঠে রুদ্ধ মরমে আঘাত করে।
চির অনিন্দ্য গীতগোবিন্দ এদেশেরই দীন শোন না ওরে॥
ওই কূলে কূলে আহ্বান-বাণী ধ্বনিত রে শোন বেণুর তানে।
আয় তোরা ছুটে নহেক উচিত শয়ন অলসে গৃহের কোণে॥
নানূরের মাঠে ধ্বনিত এখনও ললিত মধুর শ্যামের নাম।
কানন ভিতরে পশে নাকি ওরে আকুল করে না মরম প্রাণ॥
সন্তান যার জয়ী জয়দেব প্রেম অবতার চণ্ডীদাস।
সে দেশের ছেলে রবি সব ভুলে একি তোদের দীনাভিলাষ॥
মঞ্জুল গীতি গুঞ্জরে যার সে জগদানন্দ মোদেরই ভাই।
তাহার বীণার ছেঁড়া তার কিরে জোড়া দিতে আজ কেহই নাই॥
নবীনের বাণী পাঞ্জাব বীর পুরুষ গভীর শঙ্খরবে॥
নারিবি কি ভাই মিলাইতে সুর সে গীতি তবে কি নীরব হবে॥
নারিবি কি ওরে মাথা উঁচু করে শুনাতে সে বাণী সবার পাশে॥
যদিও আমরা দীন হীন আজি নিয়তি গতির ভাগ্যবশে॥
তবুও আমরা ছিলাম মহান আবার মহান হইতে চাই।
পতন হয়েছে উত্থান হবে শক্তি গতির ধারা যে তাই॥
নীলরতনের শত যতনের কত সাধনের অমৃত দান।
না হ'ক অমর অজর ও কি হায় করিতে নারিল তোদের প্রাণ।
মহা গৌরব এক চক্রার নিয়তি-চক্রে যাবে কি ডুবে।
নিত্যানন্দ মন্দিরবাসী তোরা কি অন্ধ রহিবি তবে॥
যাহার রক্ত মুক্তি করিল পাপ হতে দেশ ফুটায়ে আঁখি।
দেশবাসী তার শুধুই তোদেরি মোহ অঞ্জন কাটিল না কি॥
তার ত্যাগ আজ কত জাগরণে ভিন্ন ধারায় জাগায় সাড়া।
তারই দেশবাসী রবি শুধু বসি দীন ভাবে চেয়ে পঙ্গুপারা॥
ওরে ও পতিত অতীতের সাথে জীবন সূত্র দে রে জোড়া।
নতুবা আত্ম- বিস্মৃত জাতি- বিস্মৃতি নীরে ডুবিবি তোরা।

## করুণা

দিকরেখা পার ঘিরিছে আঁধার
আকাশে ফুটিছে তারা।
অবসাদ ভরা মূর্ছিতা এ ধরা
স্তব্ধ গতির ধারা ॥
আকাশে শুভ্র গঙ্গার রেখা
তলে দলে দলে চলেছে বলাকা।
যেন তটিনীর চঞ্চল নীর
খেলায়ে আপন হারা।
জলতরঙ্গে করে মাতামাতি
ভরে লয়ে জল ফিরিছে যুবতী।
মিলায় আলোক সারাটি ভূলোক
মৌন ব্যথায় সারা ॥
সারা দিনবেলা মরণের খেলা
খেলিয়া শিকারী ফিরে।
রুদ্র সে নেশা হয়েছে বিবশা
চরণ চলিছে ধীরে ॥
স্কন্ধে ধনুক পৃষ্ঠে তূণীরে
ধরিয়াছে দৃঢ় পাখী কয়টিরে।
ক্রৌঞ্চ কোথায় কাঁদিতেছে হায়
কোন তমসার তীরে ॥
তরুছায়া তলে গ্রাম হতে দূরে
পশিয়া আপন ক্ষুদ্র কুটীরে।
গৃহপ্রাঙ্গণে ধনু তূণ সনে
ফেলে পাখী কয়টিরে ॥
এখনও একটি আহত পক্ষী
ব্যথায় চঞ্চু মেলে।
মৌন ভাষায় কারে ডাকে হায়
কাহারে এসেছে ফেলে ॥
পাখী তুলে নিতে ব্যাধের রমণী
শিহরিয়া আঁখি মুদিল অমনি।
একি অকরুণ বেদনা দারুণ
উঠিছে মরম ঠেলে ॥

পরুষ কণ্ঠে কহিল শিকারী,
নিয়ে আয় ত্বরা রন্ধন সারি।
পাখী লয়ে নারী গেল তাড়াতাড়ি
রুধিতে নয়নজলে ॥
স্নান সারি ফিরে এল ব্যাধ ঘরে
ক্ষুধার পীড়নে সারা।
কহে নিয়ে আয় কাল বয়ে যায়
তথাপি নাহিক সাড়া ॥
ধীরে যায় কাল পলে অনুপলে
দণ্ড প্রহর ক্রমে গেল চলে।
দারুণ ক্ষুধায় গৃহপানে ধায়
ক্রোধে আগুনের পারা ॥
একি দেখে ব্যাধ হয় নাই পাক
ভূমিতলে নারী বসি নির্বাক।
আহত সে পাখী বুকে চাপি রাখি
নয়নে বহিছে ধারা ॥
আহতেরও মরি বুঝি করুণায়
ভরেছে হৃদয় কানায় কানায়।
বুকে রাখি মুখ ভুলায়েছে দুখ
শান্ত নয়নতারা ॥
একি হল আজ ব্যাধের হৃদয়
কাঁদে কেন হায় সে যে রে নিদয়।
রক্তবরণ কঠোর নয়ন
কেন আঁখি জলে ভরা ॥
শিলা ফাটি এ যে বহে নির্ঝর
নারী-নয়নের ধারা ঝর ঝর।
ব্যথিত আঁখির যাতনার নীর
রচিল ত্রিবেণী ধারা ॥

## শীতের প্রভাতে

মেঘ ছাওয়া এই শীতের প্রভাতে
আঁখির আগে পুলকে জাগে
মধুর শোভাতে।
প্রভাত আলো স্নিগ্ধ ছায়ার ভারে
পড়ছে লুটে স্নেহ কোমল ধারে
যেন গলিত সোনা তরল ধারে
মাখা সবাতে॥
সাগর ছেঁচা কোন্ মাণিকের
মধুর পরশে।
পূর্ণতা আজ দিল ধারা
ধরার উরষে॥
সে বাণী ওই লেখা পাতার পটে
শীষের ভারে নোওয়া ধানে মাঠে
চাওয়ার কথা নীরব আজি
পাওয়ার হরষে॥
কোন্ বুদ্ধের কোন্ বিরাগীর
মধুর হাসি এ।
নির্বাণেরই বীণার বাণী
আসছে ভাসিয়ে।
এ কোন্ সুধা সকল ক্ষুধা-হরা
পূর্ণ করে দিল আমার ধরা
আপনি ঝরে পরের তরে
মধুর হাসিয়ে॥

## সাল তামামী

এগার মাস ফুরিয়ে গেল শেষ মাসে যে সাল তামামী।
কাচের গেরো ফেল রে খুলে নকল মেকি যাবে দামী॥
ও সবে আর চলবে নাক ঝুটো নকল কেউ নেবে না।
ঝুটো মেকির ফেরিওয়ালা এযুগে আর ঠাঁই হবে না॥

আলোকে এক সত্য ভেবে অন্ধকারে দিসনে ঠেলে।
পারিস কিরে মুছতে তারে বিশ্ব জুড়ে আগুন জেলে॥
ধনীর পায়ে দিস্‌নে রে তেল দিন-দুনিয়ার মালিক ভেবে।
দীনের নাম মুছে দিলে ধনীর অর্থ কি হয় তবে॥
দীন যদি যায় লোপ পেয়ে হায় সবাই তবে রইল ধনী।
কে চরাবে গরুর পাল যোগাইতে ছানাননী॥
রক্তে কাদের বিলাসিতার ওষ্ঠ-যুগল রাঙিয়ে দেবে।
চলবে না আর দীনে ঘৃণা বক্ষে তাদের নিতে হবে॥
বামুন তুমি সিঁটকো না নাক ছোট জাতের গন্ধ পেলে।
( যদি ) পবিত্রতা করবে জাহির করবে সিনান তাদের ছুঁলে॥
তাহলে হায় জলেই ডুবে মরতে তোমায় হবে এবার।
তোমার ঘরে আসছে তারা বেদ-অধিকার ছাড়বে না আর॥
ছিলে মহৎ চাও গো যদি থাকতে মহৎ বল এবার।
যোগ্য তখন হওনিক তাই পাওনিক ভাই এ অধিকার॥
এসেছ আজ যোগ্য হয়ে রাজীও মোরা ফিরিয়ে দিতে।
তা হলে ভাই থাকবে বড় গুরুর দাবি নারবে নিতে॥
যার যা দেনা মিটিয়ে দে না র'স্‌ না হয়ে দীন আসামী।
পাওনা নিজের ছাড়বে না কেউ সালতামামী সালতামামী॥
তামাদি যা ফেলে দে রে সালতামামী সালতামামী।
বদ্ধ ঘরে রুদ্ধ হাওয়ায় কলম পেশা হীন গোলামী॥
গোলামী যুগ তামাদি যে গোলামী আর চলবে না রে।
আপনা হতে বাংলাদেশের সোনার মাটি ফলবে না রে॥
সেলামী দিয়ে দীনগোলামী আনিস্‌ নে আর মরণ ডেকে।
খাড়া হয়ে দাঁড়া ওরে গোলামীতে সেলাম ঠুকে॥
দেখ রে ফিরে ফাট ধরেছে কাট হয়েছে সোনার মাটি।
হলে ওঠা সোনার সীতা সে ফাটে যায় পাতাল বাটী॥
আয় রে ফিরে লাঙল ধরে মুক্ত স্বাধীন জীবন নিয়ে।
মানুষ তোরা থাক রে বেঁচে মানুষেরই মতন হয়ে॥
করতে সেলাম করিস্‌ নে ভাই সর্ব ঘৃণ্য হীন গোলামী।
গোলামী যুগ তামাদি রে সালতামামী সালতামামী॥

## শীতের প্রভাতে

মেঘ ছাওয়া এই শীতের প্রভাতে
আঁখির আগে পুলকে জাগে
মধুর শোভাতে।
প্রভাত আলো স্নিগ্ধ ছায়ার ভারে
পড়ছে লুটে স্নেহ কোমল ধারে
যেন গলিত সোনা তরল ধারে
মাখা সবাতে॥
সাগর ছেঁচা কোন্ মাণিকের
মধুর পরশে।
পূর্ণতা আজ দিল ধারা
ধরার উরষে॥
সে বাণী ওই লেখা পাতার পটে
শীষের ভারে নোওয়া ধানে মাঠে
চাওয়ার কথা নীরব আজি
পাওয়ার হরষে॥
কোন্ বুদ্ধের কোন্ বিরাগীর
মধুর হাসি এ।
নির্বাণেরই বীণার বাণী
আসছে ভাসিয়ে।
এ কোন্ সুধা সকল ক্ষুধা-হরা
পূর্ণ করে দিল আমার ধরা
আপনি ঝরে পরের তরে
মধুর হাসিয়ে॥

## সাল তামামী

ফুরিয়ে গেল শেষ মাসে যে সাল তামামী।
ফেল রে খুলে নকল মেকি যাবে দামী॥
চলবে নাক ঝুটো নকল কেউ নেবে না।
ফেরিওয়ালা এযুগে আর ঠাঁই হবে না॥

# ত্রিপত্র

আলোকে এক
*পারিস কিরে*
ধনীর পায়ে
দীনের নাম
দীন যদি যায়
কে চরাবে
রক্তে কাদের
চলবে না আর
বামুন তুমি
( যদি ) পবিত্রতা
তাহলে হায়
তোমার ঘরে
ছিলে মহৎ
যোগ্য তখন
এসেছ আজ
তা হলে ভাই
যার যা দেনা
পাওনা নিজের
তামাদি যা
বন্ধ ঘরে
গোলামী যুগ
আপনা হতে
সেলামী দিয়ে
খাড়া হয়ে
দেখ রে ফিরে
হলে ওঠা
আয় রে ফিরে
মানুষ তোরা
করতে সেলাম
গোলামী যুগ

সত্য ভেবে
*মুছতে তারে*
*দিস্‌নে রে তেল*
মুছে দিলে
লোপ পেয়ে হায়
গরুর পাল
বিলাসিতার
দীনে ঘৃণা
সিঁটকো না নাক
করবে জাহির
জলেই ডুবে
আসছে তারা
চাও গো যদি
হওনিক তাই
যোগ্য হয়ে
থাকবে বড়
মিটিয়ে দে না
ছাড়বে না কেউ
ফেলে দে রে
রুদ্ধ হাওয়ায়
তামাদি যে
বাংলাদেশের
দীনগোলামী
দাঁড়া ওরে
ফাট ধরেছে
সোনার সীতা
লাঙল ধরে
থাক রে বেঁচে
করিস্‌ নে ভাই
তামাদি রে

অন্ধকারে
*বিশ্ব জুড়ে*
*দিন-দুনিয়ার*
ধনীর অর্থ
সবাই তবে
যোগাইতে
ওষ্ঠ-যুগল
বক্ষে তাদের
ছোট জাতের
করবে সিনান
মরতে তোমায়
বেদ-অধিকার
থাকতে মহৎ
পাওনিক ভাই
রাজীও মোরা
গুরুর দাবি
র'স্‌ না হয়ে
সালতামামী
সালতামামী
কলম পেশা
গোলামী আর
সোনার মাটি
আনিস্‌ নে আর
গোলামীতে
কাট হয়েছে
সে ফাটে যায়
মুক্ত স্বাধীন
মানুষেরই
সর্ব ঘৃণ্য
সালতামামী

*জাগুন জেগে।*
*মালিক ভেবে।*
কি হয় তবে ॥
রইল ধনী।
ছানাননী ॥
রাঙিয়ে দেবে।
নিতে হবে ॥
গন্ধ পেলে।
তাদের ছুঁলে ॥
হবে এবার।
ছাড়বে না আর ॥
বল এবার।
এ অধিকার ॥
ফিরিয়ে দিতে।
নারবে নিতে ॥
দীন আসামী।
সালতামামী ॥
সালতামামী।
হীন গোলামী ॥
চলবে না রে।
ফলবে না রে ॥
মরণ ডেকে।
সেলাম ঠুকে ॥
সোনার মাটি।
পাতাল বাটী ॥
জীবন নিয়ে।
মতন হয়ে ॥
হীন গোলামী।
সালতামামী ॥